যাদৃশী ভাবনা যস্য

একটা সাধারণ কথা আছে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।—যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিও তদ্রূপ।" শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা॥" গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাব-ভাবিতঃ॥ ৮।৬॥—অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণকরতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন।" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥ ১১।৯।২২॥—স্নেহ, দ্বেষ বা ভয় বশতঃ দেহী যে যে বিষয়ে অনন্যভাবে মনকে স্থাপিত করে, সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ৩।১।১০॥—বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া যে যে লোকের চিন্তা করে বা যে যে কামনা মনে পোষণ করে, জীব সেই সেই লোক প্রাপ্ত হয় এবং সেই সেই কামনাও তাহার সিদ্ধহয়।"

এসমস্ত প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যায়—যিনি যেরূপ ভাবনা করিবেন, যেরূপ চিন্তা করিবেন, সেরূপ ফলই পাইবেন। চিন্তা বা ভাবনার প্রবর্ত্তক হইতেছে ইচ্ছা। সুতরাং ইচ্ছানুরূপ ফল প্রাপ্তির কথাই পাওয়া গেল। উল্লিখিত মুণ্ডকশ্রুতি কামনা-শব্দের উল্লেখে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে (জীবতত্ত্ব প্রবন্ধে) বলা হইয়াছে—জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য আছে এবং এই অণুস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ কেবল ইচ্ছার ব্যাপারে, অর্থাৎ ইচ্ছার পোষণেই জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের ধর্ম্মই হইতেছে এই যে, ইহা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও তাহার ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বা হইতে পারে না। বোধ হয় এজন্যই উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য-সমূহে ইচ্ছার প্রাধান্যের কথা দৃষ্ট হয়।

যে অভীষ্ট মনে পোষণ করিয়া জীব সাধন করেন, সেই অভীষ্টই তাঁহার লাভ হয়। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"-ইত্যাদি গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই।

কঠোপনিষৎ বলেন—ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। "এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ॥ ২।১৬॥"

বেদান্তের "প্রাজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্॥ ৩।৩।৫২॥"-এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি দ্বে প্রজ্ঞে দৃষ্টে। তত্রৈকা শাব্দী অন্যা তু উপাসনা। তস্যাঃ পৃথক্ত্বং ভেদঃ। তদ্বদেব তদুপাসকানাং তদ্দৃষ্টির্ভবতি। তদুক্তমিতি। যথাক্রতুরিত্যাদৌ তত্তারতম্যমুক্তমিত্যর্থঃ। তথা চ উপাসনানুযায়ি ভগবদ্দর্শং ততো বিমুক্তিরিতি। সাম্যপারম্যং তু নৈরঞ্জন্যাংশেন বোধ্যম্॥—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতি"—এই বাক্যে দুইটী প্রজ্ঞা কথিত হইয়াছে, একটী শাব্দী এবং অপরটী উপাসনা। উহার পৃথকত্বই ভেদ। তদ্রূপ উপাসকদিগেরও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পার্থক্য আছে। বেদে যজ্ঞানুসারে ফলের তারতম্যের কথা দৃষ্ট হয়। অতএব উপাসনানুসারেই ভগবদ্দর্শন ও মুক্তি বুঝিতে হইবে।" এজন্যই সালোক্যাদি নানাবিধ মুক্তির কথা এবং ভগবানের প্রেমসেবা প্রাপ্তির কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা। ১।২।১৯॥" বৃহদ্-ভাগবতামৃতও বলেন—"উপাসনানুসারেণ দত্তেহি ভগবান্ ফলম্॥ ২।৪।২৮৯॥"

ইহার পশ্চাতে বোধ হয় যুক্তিও আছে। অভিধেয়-তত্ত্বপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, চিত্তে স্বরূপ-শক্তির বা তাহার বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ব্যতীত ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব নয়। মহৎকৃপা বা ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট সাধনের ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইলে, তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের চিত্তে

আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বাসনানুসারে রূপায়িত হয়। "হ্লাদিনী সন্ধিনীসংবিদ্"-ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৬৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—হ্লাদিনী সন্ধিনী-সংবিদাত্মক শুদ্ধসত্ত্ব "সংবিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা, হ্লাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা।" শুদ্ধসত্ত্বে যদি সংবিদংশের প্রাধান্য থাকে, তবে তাহাকে বলে আত্মবিদ্যা, আর যদি তাহাতে হ্লাদিনীসারাংশের প্রাধান্য থাকে, তবে তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"জ্ঞান-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কাত্মবিদ্যয়া তদ্‌বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং—ভক্তি-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ-বৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্‌বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে।—আত্মবিদ্যার দুইটী লক্ষণ, জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। জ্ঞানমার্গের উপাসকের জ্ঞান হইল আত্মবিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। আত্মবিদ্যার সহায়তায় (করণে) জ্ঞান প্রকাশ পায়। আর গুহ্যবিদ্যারও দুইটী লক্ষণ—ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্ত্তক। প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিও গুহ্যবিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। গুহ্যবিদ্যারূপ করণের সহায়তায় উপাসকের চিত্তে ভক্তি প্রকাশ পায়।" একই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান-সাধকের চিত্তে আত্মবিদ্যারূপে পরিণত হইয়া সাধকের চিত্তে জ্ঞান-প্রকাশনের সহায় হয় এবং ভক্তি-উপাসকের চিত্তে গুহ্যবিদ্যারূপে পরিণত হইয়া সাধকের চিত্তে ভক্তি-প্রকাশনের সহায় হয়। এই পার্থক্যের হেতুই বোধ হয় সাধকের বাসনার পার্থক্য। শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান-সাধকের চিত্তে জ্ঞানরূপে এবং ভক্তি-সাধকের চিত্তে ভক্তিরূপে রূপায়িত হয়।

যাহা হউক, সাধকের বাসনানুসারে শুদ্ধসত্ত্ব এইরূপে রূপায়িত হইয়া সাধকের চিত্তকেও নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করায়। তাহাতে, জ্ঞান-সাধকের চিত্তে সংবিদংশ এবং ভক্তিসাধকের চিত্তে হ্লাদিনীসারাংশ প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের চিত্ত দুই পৃথক্‌রূপে রূপায়িত হয়; সুতরাং তাহাদের অনুভবও হয় দুই পৃথক্‌রূপে।

জ্ঞান-সাধকের অনুভব জন্মায় তাঁহার চিত্তস্থিত জ্ঞান; আর ভক্তি-সাধকের অনুভব জন্মায় তাঁহার চিত্তস্থিত ভক্তি। অনুভবও হইবে চিত্তের অবস্থার এবং সাধন-পন্থার অনুরূপ। ভক্তি-সাধকের ভক্তিতে সেব্য-সেবকত্বের ভাব আছে; হ্লাদিনীসারাংশদ্বারা কষায়িত তাঁহার চিত্তও সেবক-ভাবেরই অনুকূল; তাই তিনি সেব্যরূপেই পরব্রহ্মের অনুভব পাইবেন। আর জ্ঞান-সাধকের জ্ঞানে সেব্য-সেবকত্বের ভাব নাই, আছে "অহং ব্রহ্ম"-ভাব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁহার একত্বের ভাব; তাই তাঁহার অনুভবও হইবে তদনুরূপ।

সাধনের প্রবর্ত্তকও হইল সাধকের ইচ্ছা, সাধনকে রূপদানও করে সাধকের ইচ্ছা, তাঁহার চিত্তও রূপায়িত হয় তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে এবং শেষফলও হয় ইচ্ছানুরূপই।

এজন্যই রায়রামানন্দ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছে।" উপায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন, প্রাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রশ্ন হইতে পারে, পরতত্ত্ব-বস্তু তো একই; তাহা হইলে প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয় কিরূপে? উত্তর—পরতত্ত্ব-বস্তু একই সত্য; কিন্তু তাঁহাতে অনন্ত-রসবৈচিত্রী বিদ্যমান্। ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সকলের চিত্ত একই রস-বৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার চিত্ত যে বৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বৈচিত্রীর অনুকূল সাধনপন্থা অবলম্বন করেন, তাঁহার প্রাপ্তিও হয় সেই বৈচিত্রীরই। এইরূপে বিভিন্ন ভাবের সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া একই পরতত্ত্ববস্তুর বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর উপলব্ধি পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রাপ্তির পার্থক্য কেবল পরতত্ত্বের রসবৈচিত্রীতে। স্থূলভাবে বলিতে গেলে সকলে একই পরতত্ত্ব-বস্তুকেই পাইয়া থাকেন; কিন্তু প্রাপ্তির পার্থক্য আছে, অনুভবের পার্থক্য অনুসারে। সকলের অনুভব একরূপ নহে।

———